কালের কণ্ঠ

20 JUL 2017

এবার বান্দরবানে রডের বদলে বাঁশ

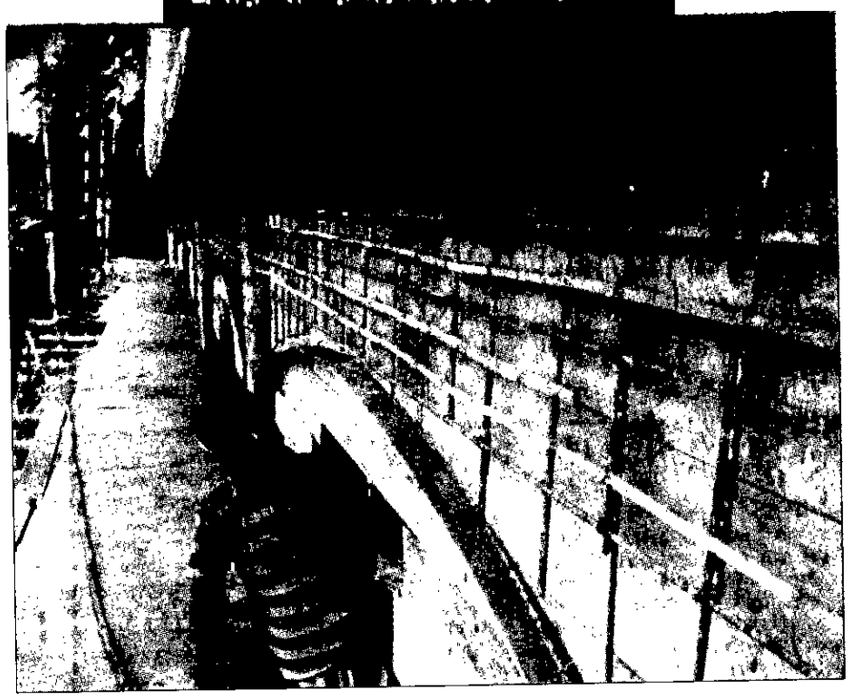

বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজের তিনতলা ভবন নির্মাণকাজে রডের বদলে বাঁশ ব্যবহার। ছবি : কালের কণ্ঠ

মেয়েদের কলেজ নিয়ে মরণখেলা!

মনিরুল ইসলাম মনু, বান্দরবান ▷

একটা রডের টানা, দুইটা বাঁশের। এভাবেই বাঁধা হচ্ছিল কাঠামো। তার ওপর সিমেন্টের ঢালাই পড়বে। 'পাকা দেয়ালে বাঁশের কঞ্চি কেন?' বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইলে থতমত খেয়ে কাজ থামিয়ে দেন মিস্ত্রি আলী হোসেন। একপর্যায়ে যুক্তি দেখান এই বলে—রডের ফাঁকে ফাঁকে কঞ্চি দিলে সিমেন্ট ঢালাই ভালো ধরে; দেয়ালও পোক্ত হয়। গতকাল বুধবার প্রতারণার এমনই দৃশ্য দেখা গেল বান্দরবান শহরের বালাঘাটায় সরকারি মহিলা কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৮১ লাখ টাকা ব্যয়ে তিনতলা শিক্ষা ভবনটি নির্মাণ করছে। গতকাল বুধবার বিকেলে কালের কণ্ঠ'র নিজস্ব প্রতিবেদক নিজে দেখেন রডের বদলে বাঁশ ব্যবহারের দৃশ্য। এ সময় ছবিও তোলা হয়। পরে সন্ধ্যায় আরো অনেক গণমাধ্যমের সঙ্গে গিয়ে দেখা যায়, কয়েকজন মিস্ত্রি দ্রুত হাতে বাঁশের কঞ্চিগুলো খুলে ফেলার কাজ করছেন।

রডের জায়গায় বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে ভবন নির্মাণের ব্যাপারে জানতে যোগাযোগ করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল আজিজ বলেন, বাঁশের কঞ্চি ব্যবহারের বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তিনি বলেন, অনুমোদিত ড্রয়িং ডিজাইন অনুযায়ী ভবন নির্মাণের বিষয়টি সার্বক্ষণিক কাজ তদারকির জন্য একজন সাইট ইঞ্জিনিয়ার রাখা হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানেই কাজ চলছে। নির্বাহী

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৮

মেয়েদের কলেজ —

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকৌশলী আবদুল আজিজ বলেন, বৃহস্পতিবার (আজ) সকালে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

ভবন নির্মাণকাজের প্রধান মিস্ত্রি আলী হোসেন। প্রতারণা হাতেনাতে ধরা খেয়ে যাওয়ার পর তিনি দাবি করেন, রড ব্যবহার করলে সিমেন্টের ঢালাই বেশি শক্ত হয়। তিনি জানান, বান্দরবান বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উজ্জ্বল দাশ এবং উজ্জ্বলের ভাগিনা তাপস দাশের অধীনে তাঁরা মিস্ত্রিরা কাজটি করছেন। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম আলী হোসেন জানেন না বলে দাবি করেন।

যোগাযোগ করা হলে উজ্জ্বল দাশ ও তাপস দাশ দুজনই বলেন, রডের বদলে কঞ্চি ব্যবহারের কথা তাঁদের জানা নেই। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা এড়িয়ে যান। কোন প্রতিষ্ঠানের নামে নির্মাণকাজ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডও তাৎক্ষণিক জানাতে পারেনি। যোগাযোগ করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের এস্টিমেটর মোহাম্মদ নূর হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, অফিসে গিয়ে কাগজপত্র না দেখে ফার্মের নাম বলা যাবে না।

বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার বড়ুয়া বলেন, ভবনের কাজ সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না। তাঁদের কাছে কোনো কাগজপত্র দেওয়া হয়নি। কাজ শেষেও কোনো স্বাক্ষর নেওয়া হয় না। এর আগে চুয়াডাঙ্গা, গাইবান্ধা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে সরকারি ভবন নির্মাণে রডের বদলে বাঁশ ব্যবহারের ঘটনা ধরা পড়ে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর